১০০ বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (১৯১৩-২০১৩)

ক্রোড়পত্র

২৩ শ্রাবণ ১৪২০/৭ আগস্ট ২০১৩ | বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা- ১০০০। পিএবিএক্স ৮৬১৯৩৯৬-৪০০, ফ্যাক্স : ৮৬১৫৫৮৫ | E-mail:dgmuseum@yahoo.com | www.bangladeshmuseum.gov.bd

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজ ৭ আগস্ট, ২০১৩ সাল। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের মুহূর্তে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সর্বোপরি দর্শকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। একশত বছর আগে ১৯১৩ সালের এই দিনে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এটি 'ঢাকা যাদুঘর' নামে পরিচিতি ছিল।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বিশ্বের যে কোন জাদুঘরের মতোই দেশের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, নতুন নতুন তথ্যনির্ভর প্রকাশনা প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপরিচয়ের সূত্র অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রকৃত ইতিহাস জনগণের সামনে তুলে ধরার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে চলেছে।

আমি শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনটিতে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। ১৯৭২ সালে 'ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে আরও বৃহত্তর পরিসরে গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করে। আজকের বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যে গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান তার মর্মমূলে মিশে আছে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও গভীর দেশপ্রেম।

আমি জেনেছি যে, বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের পটভূমি বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন, গণআন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে নতুন করে সজ্জিত চারটি গ্যালারি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। লাইট এন্ড সাউন্ড শো-এর মাধ্যমে ১৯৪৭ পূর্ব অবস্থা, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কাল-পর্ব থেকে যে সকল কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গ এবং জাদুঘর-কর্মীগণ অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আমি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বিকাশে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণায় নিয়োজিত একটি সমৃদ্ধ জাদুঘর। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ-বাংলার কয়েকজন সমাজ সংস্কারক ও দক্ষ ব্যক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছরের ৭ আগস্ট তৎকালীন পূর্ববাংলা ও আসামের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ঢাকা জাদুঘর হিসেবে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা জাদুঘরকে অঙ্গীভূত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরের ৭ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইলফলকতুল্য ঘটনা হিসেবে বিরাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাদুঘরের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। ১৯৭২ সালে ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য জাতির পিতার নেতৃত্বাধীন সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করে। তিনি জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষক এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার সম্প্রসারণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি আজ মহীরুহে পরিণত। প্রতিদিন দেশের ও দেশের ভূগোলের বাইরের অনেক দর্শক এই জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এবং জনগণের সঙ্গে জাদুঘরের সেতুবন্ধন রচনার মাধ্যমে জাতির শেকড় সন্ধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে জাদুঘরের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। জাদুঘরের চারটি গ্যালারি আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। ফলে, জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আরও বিকশিত করার পাশাপাশি সংরক্ষিত নিদর্শনসমূহ ও দর্শকদের সার্বিক নিরাপত্তাবিধানেও সক্ষম হবে। শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দু'বছর ধরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বিভিন্ন প্রদর্শনী, আলোচনা অনুষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মসূচি, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ গৃহীত সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য আমি একান্তভাবে কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

০৯/৭/১৩
আবুল কালাম আজাদ এম পি

সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

১০০ বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (১৯১৩-২০১৩)

কথা

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন ইতিহাস, মানুষ বা জীবনের সৃষ্টির অনন্য রহস্যাবৃত নিদর্শন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বহুমাত্রিক ইতিহাস জাদুঘর ধারণ করে, এর ফলে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন তৈরি হয়। আমাদের জাতীয় জাদুঘরটিও তাই। এটি ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। তবে আমাদের জাতীয় জাদুঘর নানা চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে আজ আধুনিক জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়ে শতবর্ষ অতিক্রম করছে এ সংবাদ গৌরবের, আনন্দের। এই পথযাত্রার সঙ্গে আমিও পথের মাঝে একজন পথিক হতে পেরে আনন্দিত।

জাদুঘর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ভাস্কর্য, মুদ্রা, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং লোক জীবনের বহুবিধ উপাদান সংগ্রহ করে আসছে। এগুলো উপস্থাপনার বৈচিত্র্য, পরিচিতির অভিনবত্ব ও সংরক্ষণের আধুনিকত্ব দর্শকদের আকৃষ্ট করে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে এই জাদুঘরে সংরক্ষিত নিদর্শনসমূহের কোন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সংরক্ষণ তালিকা ছিল না। বর্তমান প্রশাসন, সে কাজটি সর্বাগ্রেই করেছে। অর্থাৎ আমাদের জাদুঘর নিদর্শন সংগ্রহের দিক থেকে এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ জাদুঘর যার প্রতিটি নিদর্শন এখন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে নিবন্ধিত। এটি আগামীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুঘর হিসেবে রূপ নেবে, এই প্রত্যাশায় বর্তমান সরকার ও নীতি নির্ধারকগণ বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। নিদর্শন ভেরিফিকেশন করে জাতীয় জাদুঘরে নিদর্শনের হাল-নাগাদ অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। নিদর্শনের বিবরণ ও আলোকচিত্র অবজেক্ট আইডিতে লিপিবদ্ধ করাসহ আধুনিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। জাদুঘর শুধু অতীতকে ধারণ করে না, ভবিষ্যৎ বিনির্মাণেও ঐতিহ্য এবং অহংকারকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করে। শতবর্ষের এই আনন্দক্ষণে জাদুঘর সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সকল সদস্য ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকসহ সবাইকে সফল অনুষ্ঠানমালা উপস্থাপনের জন্যে ধন্যবাদ। জাদুঘর কর্মীরা রুটিন দায়িত্বের বাইরেও অতিরিক্ত সময় কাজ করে অনুষ্ঠানমালাকে সফল করতে নিরন্তর পরিশ্রম করেছেন। উপহারদাতা, জাদুঘর সুহৃদ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকটও কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা জাদুঘরের কল্যাণে সর্বোপরি জাদুঘরের শতবর্ষের অনুষ্ঠানমালার সফল আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

আমরা জাতীয় জীবনের সকল সৃষ্টির জয়গাঁথায় যেমন ঐশ্বর্য অর্জন করেছি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে, তেমনিভাবে এই জাতীয় জাদুঘরের সকল অর্জনে আমরা হয়ে উঠবো সমৃদ্ধশালী। আমাদের আগামী দিনের পথ চলায়, আনন্দে, সৃজনে আমরা অংশ নেব। রেখে যাব কীর্তিমান মানুষের স্বাক্ষর। জয় হোক মানুষের, জয় হোক মানবতার। জাতীয় জাদুঘর আমাদের স্বপ্ন, আশা, স্মরণে, মরমে ঋদ্ধ হয়ে উঠবে- এই প্রত্যাশা করি। জয় বাংলা। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এম. আজিজুর রহমান

শতবর্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

একটি জাতির সভ্যতা ও প্রগতির স্মারক তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। জাদুঘর হল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মিউজিয়াম শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ হল ১. অনুপ্রেরণা ও ২. দৈনন্দিন জীবন থেকে লুপ্তপ্রায় উপাদানগুলো সংগৃহীত থাকে এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা- যা মানুষের মনকে সর্বদা আকৃষ্ট করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকের প্রথমদিকে টলেমি আই সোটার (Ptolemy I Soter) প্রতিষ্ঠিত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর নির্মাণের ধারা কেবল এতদাঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থেকে সময়ের আবর্তনে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে জাদুঘর-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং বর্তমান বিশ্বে এমন দেশ বিরল যেখানে জাদুঘর নেই।

ইতিহাসের কালপরিক্রমায় বঙ্গ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ যেমন বিশ্বমানচিত্রে এঁকে দিয়েছে এর দৃঢ়পদচিহ্ন, সময়ের ধারাবাহিকতায় 'ঢাকা যাদুঘর' থেকে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর' ও (১৯১৩-২০১৩) মার্শাল ম্যাকলুহানের বিশ্বগ্রামে বিস্তৃত পরিসরে ব্যপ্ত করেছে এর কর্তব্য-কর্ম।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত নিদর্শন এবং পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞাপন ও গবেষণা অব্যাহত রেখেছে। আজ হতে শতবছর পূর্বে ১৯১৩ সালে 'ঢাকা যাদুঘর' নামে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পথচলা শুরু।

১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় নবনির্মিত সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষে 'ঢাকা যাদুঘর' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট মাত্র ৩৭৯ টি নিদর্শন নিয়ে জাদুঘরটি দর্শকদের জন্য খুলে দেয়া হয়। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে 'ঢাকা যাদুঘর' ঢাকার নিমতলীর নায়েব নাজিমের বারোদুয়ারী ও দেউরীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর 'ঢাকা যাদুঘর'কে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অপরিসীম। ১৯৭২ সালে 'ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষাকারী এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাদুঘরটি সম্প্রসারণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশাজীবীদের মূল্যবান পরামর্শ, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গের অগ্রণী ভূমিকা, বিদ্যোৎসাহী ও গবেষকগণের প্রজ্ঞা, উপহারদাতাগণের অবদান, সুহৃদের সহযোগিতা এবং জাদুঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৮৩ সালে 'ঢাকা যাদুঘর' বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়। এ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দেশ ও জনগণের প্রতি জাদুঘরের দায়বদ্ধতা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি এর ব্যপ্তি, জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ততা ও কর্মের পরিধি দিনে দিনে দৃশ্যমানভাবেই সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিকশিত হয়েছে।

হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের উপাদানসমৃদ্ধ মোট ৮৬ হাজার ৫১৪ টি নিদর্শন বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এই বিশাল সংগ্রহ ভাণ্ডার থেকে প্রায় চার হাজারের অধিক নিদর্শন মোট ৪৪টি গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে। জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট চারটি শাখা জাদুঘরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এগুলো হলো ১. ওসমানী স্মৃতি জাদুঘর, সিলেট (১৯৮৭) ২. আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা (১৯৯২) ৩. জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম (১৯৯৩) ৪. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ (২০০৪)। এছাড়া ফরিদপুরে পল্লীকবি জসীম উদদীন সংগ্রহশালা নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে এবং কুষ্টিয়াতে সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর এর স্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত প্রাপ্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

শতবর্ষের শুভক্ষণে সকল উপহারদাতার নিকট জাদুঘরের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা রইল। কেননা, তাঁদের উপহৃত নিদর্শনের ফলেই বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। জাদুঘরের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন জাদুঘরের শতবর্ষে এসে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিশ্বায়ন ও তথ্য-প্রযুক্তির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ -২০২১" রূপকল্প বাস্তবায়ন এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের অর্থায়নে ৩৩৬.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে দু'টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন', ২৭৪.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম' এবং ৩৫৬.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক তিনটি কর্মসূচির কাজ সম্পন্ন করেছে। ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাদুঘরের নিদর্শনের Object ID কাজ সম্পন্ন করে নিদর্শন সামগ্রীর তথ্য সংরক্ষণ করা, বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও সঠিক ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং জাদুঘরের নিদর্শনের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নং গ্যালারিকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সজ্জিত করে দু'টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনী দু'টি হল:
(১) ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ নং গ্যালারিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৫৭-১৯৭১)
(২) ৪০ নং গ্যালারিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫)
তাছাড়া উক্ত গ্যালারিগুলোর পরিচিতিমূলক চারটি বই প্রকাশ করা হয়েছে যাতে জনগণ বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারে। বইগুলি হল:
(১) ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৫৭-১৯৪৭) (২) ভাষা আন্দোলন (৩) মুক্তিযুদ্ধ ও (৪) স্বাধীন বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫)

লাইট, সাউন্ড এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রজেকশনের মাধ্যমে চারটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রামাণ্যচিত্র চারটি হল (১) ভাষা আন্দোলন (২) ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ (৩) মুক্তিযুদ্ধ ও (৪) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ

কিয়স্ক বা টাচ্ স্ক্রীন এর সাহায্যে তথ্য ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ (১৭৫৭-১৯৪৭), বাংলাদেশ (১৯৪৮-১৯৭০), বাংলাদেশ-১৯৭১, বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫) এর ইতিহাস দর্শকগণকে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়েব সাইট www.bangladeshmuseum.gov.bd এর মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত নিদর্শনের ছবি দেখা ও তথ্য জানার সুযোগ রয়েছে। অর্থ্যাৎ জাদুঘরকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (১৯১৩-২০১৩) উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এককভাবে এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর জানুয়ারি ২০১২ থেকে দু'বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শতবর্ষ উপলক্ষে জুলাই-আগস্ট ২০১৩ মাসে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন এবং জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন।

শতবর্ষের পথচলায় জনগণের অভিব্যক্তি জাদুঘরকে এক অনন্য অবস্থানে পৌঁছে দিবে। সেইসাথে সময়ের প্রবাহমানতায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কেবল the cultural soul of the nation হিসেবে গতানুগতিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে the cultural conscience of the nation হয়ে আগামী দিনে জাতিকে আশার আলো দেখাবে- এ প্রত্যাশা এবং প্রত্যয় সকলের। জাদুঘরে এসে আলোকিত হবে মানুষ, বিকশিত হবে মন- শতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এ হোক আহ্বান।

প্রকাশ চন্দ্র দাস
মহাপরিচালক

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। এ উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আজ থেকে একশত বছর পূর্বে ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট ক্ষুদ্র পরিসরে আজকের বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয় 'ঢাকা যাদুঘর' নামে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে বৃহত্তর পরিসরে জাদুঘর গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল হিসেবে রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাহবাগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাঙালির শেকড়-সন্ধানী এই প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে এবং দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সগৌরবে ধারণ করছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রায় সাতাশি হাজার নিদর্শন রয়েছে। জাদুঘরবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর নিদর্শনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করছে। এজন্য জাদুঘরকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারের দায়িত্ব পেয়েছে এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং কৃষ্টির যথাযথ লালন, চর্চা ও সংরক্ষণের জন্য কাজ করেছে। ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এখন আধুনিক জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। দেশি-বিদেশি অসংখ্য দর্শক জাদুঘরে ভিড় করছে। জাদুঘরের ওয়েব সাইট ভিজিট করে বিভিন্ন নিদর্শন ও কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তরুণ প্রজন্মকে মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস, আমাদের পূর্বসূরীদের বীরত্বগাঁথাসহ হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে আরও নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে অবদান রাখবে।

আমি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হৃৎকথনের রেণুকণা

সভ্যতার বহমানতায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এখন শতবর্ষের সমান বয়সী। দেশের ভূগোলের ভেতরের ও বাইরের সকল দর্শক এই প্রদর্শশালায় এসে এর সংগ্রহের মধ্যে ইতিহাসের সূত্রসন্ধান করেন। সাময়িক ব্যাপ্তিতে এটি এখন আমাদের জন্য চিত্তবৃত্তির চর্চাকেন্দ্র ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়প্রায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে একটি সংহত জাতি গঠনে এ প্রতিষ্ঠান শংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

'ঢাকা যাদুঘর' নাম নিয়ে ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পথচলা শুরু। মাত্র ৩৭৯টি নিদর্শন নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও শতবর্ষের কালপরিক্রমায় জাদুঘর আজ মহীরুহে পরিণত। প্রায় ৮৭ হাজার নিদর্শনের এক বিশাল সংগ্রহভাণ্ডার নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এখন এশিয়াখণ্ডের বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘরগুলোর মধ্যে প্রারম্ভপঙক্তির প্রথম কয়েকটির অন্তর্ভুক্ত।

অনুসন্ধানের অনিঃশেষ ভ্রমণরেখা ধরে শতাব্দীপ্রাচীন এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান মহান মুক্তিযুদ্ধসহ আমাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে বয়ে নিয়ে যাক প্রজন্মান্তরে। আমাদের পূর্ণপ্রাণ আনন্দে এই অনন্য প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদ্‌যাপন সর্বমাত্রায় সার্থক হোক।

ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, এনডিসি